২৬ জুলাই ২০০৯
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য ইউএন-এসকাপ সভা উপলক্ষে সুপ্র আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তাদের আহ্বান

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় বাংলাদেশের সকল বৈদেশিক দেনা বাতিল করতে হবে

বিশ্বব্যাপী চলমান অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশগুলোর সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য বৈদেশিক দেনা বাতিল করতে হবে। সাম্প্রতিক কালের বৈশ্বিক মন্দার নেতিবাচক প্রভাব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে প্রবল ভাবে দেখা দিয়েছে । ধনী দেশসমূহের মুক্তবাজার নীতি এবং ফটকা আর্থিক ব্যবস্থার সংকটের ফলে সৃষ্ট মন্দায় বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রতিদিনই হাজার হাজার মানুষ চাকুরি হারাচ্ছে, দেউলিয়া হচ্ছে ব্যাংক, বীমা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান। ধনী গরীবের ব্যবধান বাড়ার ফলে দক্ষিণ এশিয়ার ১.৪২ বিলিয়ন মানুষের মধ্যে ৪০০ মিলিয়ন মানুষ চরম দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করছে। এফএও'র হিসাব অনুযায়ি বর্তমান বিশ্বে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা ৯০০ মিলিয়নের ওপর।

আগামী ২৭-৩০ জুলাই ২০০৯ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘের এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের (ইউএন-এসকাপ) সভা উপলক্ষে সুপ্র এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সুপ্র পরিচালক উমা চৌধুরী। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন সুপ্র সভাপ্রধান আব্দুল আউয়াল। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন আব্দুল আউয়াল ও উমা চৌধুরী।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে মাথাপিছু দেনার পরিমাণ ১৯৭৪ সালে ছিল ৬.৫৬ মার্কিন ডলার, ২০০৭ এ যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৭.৩২ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশকে ১ ডলার অনুদান গ্রহণের বিপরীতে ১.৫ ডলার ঋণের দেনা পরিশোধ করতে হয়। প্রতিবছর আমরা যে পরিমান বৈদেশিক সাহায্য পাই (ঋণ ও অনুদান মিলে) তার প্রায় গড়ে ৬৫% ই সুদে আসল পরিশোধে ব্যয় করতে হয়। আজ ২৬ জুলাই ২০০৯ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান - সুপ্র আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এসব তথ্য তুলে ধরেন।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা দাবি করেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশেষ করে জি-৮ ভূক্ত দেশগুলো বাংলাদেশের বৈদেশিক দেনা সম্পূর্ণভাবে বাতিল করতে হবে এবং বাতিলকৃত দেনা উন্নয়ন সহায়তার অংশ হিসেবে গণ্য করা যাবে না। বর্তমান বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ নির্দেশিত কাঠামোর বিপরীতে MDG-Compatible কাঠামোর নিরিখে দরিদ্র দেশগুলির ঋণের স্থায়িত্ব নিরুপণ করতে হবে; বৈদেশিক ঋণ স্থায়িত্বশীল নয় এমন সকল দেশের দায়-দেনা বাতিল করতে হবে। ঋণপ্রদানকারী দেশসমূহকে অবশ্যই ঋণের সমস্যার দায়ভার গ্রহণ করতে হবে এবং বিনা শর্তে ঋণ মওকুফ করতে হবে। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য উন্নত দেশগুলোর অতিরিক্ত কার্বন নির্গমনকারী জীবন ধ্বংসকারী ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল তৈরিতে বর্ধিত সহায়তা প্রদান করতে হবে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে হবে । অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাষ্ট্রসমূহের বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও বহুজাতিক কোম্পানীর প্রভাব ও নির্ভরতামুক্ত সার্বভৌম উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে । বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এডিবি'র খবরদারির বাইরে জাতিসংঘের অধীনে আলাদা কোন কমিশনের মাধ্যমে ঋণ-সাহায্যের বিষয়টি পরিচালিত হতে হবে। ধনী দেশসমূহকে তাদের অংগীকার অনুযায়ী জাতীয় আয়ের ০.৭% শর্তহীনভাবে উন্নয়ন সহায়তা হিসাবে প্রদান করতে হবে। অপেক্ষাকৃত দূর্বল ও ছোট দেশগুলোর অস্তিত্ব ও স্বার্থ রক্ষার জন্য এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে নীতি-কৌশলের সমন্বয় ও সহযেগিতা বৃদ্ধি করতে হবে ।

বক্তারা আরও বলেন, বাতিলকৃত দেনা উন্নয়ন সহায়তার অংশ হিসেবে গণ্য করা যাবে না, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল তৈরিতে বর্ধিত সহায়তা প্রদান করতে হবে। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সুপ্র নির্বাহী পরিষদ সদস্য মহসিন আলী, কে জি এম ফারুক, মঞ্জুরাণী প্রামাণিক, সুপ্র জাতীয় পরিষদ সদস্য মাহবুব মোর্শেদ, সুপ্র ঢাকা ক্যাম্পেইন গ্রুপের ফেরদৌস আহমেদ, বাঁচতে শিখ নারীর ফিরোজা বেগম।

জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের ঋণ বাতিলের দাবি উত্থাপন এবং কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার ব্যাপারে সংবাদ সম্মেলনে সরকারের ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

বিনীত

মোহাম্মদ জাকারিয়া (০১৭১ ৩৩২৮৮৪৫)
সহকারি প্রকল্প সমন্বয়কারী

সুপ্র